The Bangladesh Today

DUCSU not comparable with nat'l polls, yet can serve as model: Adviser

DHAKA : The DUCSU election cannot be directly compared with the national elections, but it can serve as a model for future elections, said Home Affairs Adviser Lt Gen (retd) Md Jahangir Alam Chowdhury on Tuesday, reports UNB.

Jahangir Alam made the remarks while talking to reporters after a meeting of the Advisory Council Committee on law and order.

"We haven't received any reports of counter-allegations. We discussed this yesterday as well. From what we learned from the Vice Chancellor, they have made very good preparations. We also hope this will be a very good election.

From what I've seen in the media this morning, the voting was going smoothly," the adviser said responding to questions about allegations over the polls.

On whether the DUCSU and JUCSU elections could be considered models for the upcoming national elections, he said, "Those who are casting their votes here belong to an educated society.

The national election cannot be directly compared with this. But it will serve as a model. Presiding and polling officers here are highly educated, which will not be the case nationwide. Still, this is definitely a model."

Students are in joyous mood after voting in the DUCSU elections. The photo was taken from the Senate Bhaban centre on Tuesday.

DUCSU election

Heated argument breaks out between DU VC and JCD

DHAKA: The leaders and activists of Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD) yesterday held a meeting with Vice-Chancellor of Dhaka University Professor Dr. Niaz Ahmed Khan to inform about the different irregularities in the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) elections, reports UNB.

The leaders of JCD met the VC at the university's Senate Building to lodge their complaint about the irregularities in the election. Witnesses said a heated argument was exchanged between Chhatra Dal representatives and the Vice-Chancellor during the meeting.

During the meeting, the leaders of JCD alleged widespread irregularities including vote rigging, accusing the university administration of their biased role for siding with the Jamaat-e-Islami-backed student group Islami Chhatra Shibir.

Chhatra Dal President Rakibul Islam Rakib, General Secretary Nasir Uddin Nasir and the president and general secretary of the DU unit, along with a large number of activists were present during the meeting.

Voting at DUCSU ends peacefully with turnout hitting 80%; counting underway

DHAKA : The vote counting in the much-awaited Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) and hall union elections began on Tuesday afternoon after voting ended amid a peaceful environment, reports UNB.

Voting began around 8am and it continued till 4pm without any break. According to the Election Commission sources, approximately 80 pc of votes have been cast in the DUCSU election. According to the latest information, in Zahurul Huq Hall, there are 1989 voters with a turnout of 83.43 percent. A total of 1658 votes have been cast.

In SM Hall, there are 665 voters, 552 votes cast with a turnout of 82.93 pc. In Jagannath Hall, there are 2022 voters and 1831 votes cast, with a turnout of 82.45 pc. In Rokeya Hall, there are 5676 voters and 3907 votes cast with a turnout of 69 pc.

In Suhrawardy Udyan, there are 4433 voters, with 2947 votes cast with a turnout of 66.48 percent. In Surja Sen Hall, there are 1498 voters and 1316 votes cast, with a turnout of 88 pc. In Kabi Jasimuddin Hall, there are 1303 voters and 1117 votes cast, with a turnout of 86 pc. In Zia Hall, there are 1753 voters and 1315 votes cast, representing a turnout of 75 pc. In Sheikh Mujibur Rahman Hall, there are 1609 voters and 1393 votes cast, a turnout of 87 pc.

Earlier, Chief Returning Officer Professor Dr Md Jasim Uddin told reporters that voting in the DUCSU and hall union election concluded with no major incidents reported throughout the day. Students cast their vote spontaneously and the overall atmosphere at polling centres was peaceful, he said.

Voter turnout was huge and spontaneous, report our correspondents from different polling centers. The voting continued amid candidates from rival panels accusing each other of violating electoral code of conduct.

Voters who were in the queues at 4pm will be allowed to cast votes. Dhaka University Vice-Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan claimed that there was no lack of transparency in the elections. After visiting three polling centres at the Senate Bhaban around 3pm, the VC said more than 70 percent of votes were cast at various centres. A total of 471 candidates contested for 28 positions in this year's Ducsu election.

Among the candidates 48 vied for the post of Vice President (VP), 19 for GS, and 25 for Assistant General Secretary (AGS). For the post of Liberation War and Democratic Movement Secretary, there are 17 candidates.

Bangladesh boards 'election train' with DUCSU polls: Farooki

DHAKA : Cultural Affairs Adviser Mostofa Sarwar Farooki on Tuesday said Bangladesh has boarded the "election train" through the voting in Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) and hall union elections, reports UNB.

He came up with the remarks in a Facebook post soon after the balloting began at 8 am.

"After this will come the train of the national election," he wrote and congratulated all on this occasion.

Voting the elections is underway in a festive and peaceful atmosphere at eight polling centers on the campus.

The voting will continue till 4pm at eight polling stations.

A total of 471 candidates are contesting for 28 positions in this year's Ducsu election.

কালের কণ্ঠ

ঢাবি উপাচার্য

জামায়াত কিংবা অন্য কোনো দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নিয়াজ আহমেদ খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেছেন, 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো আশঙ্কা নেই। আমরা পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এ কাজটি করেছি। পোলিং এজেন্ট, ভেতরে সাংবাদিকরা ঢুকেছেন, সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চসংখ্যক বুথ, আমাদের প্রতিটি

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

জামায়াত কিংবা অন্য কোনো দলের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদক্ষেপ ডিক্লারেশন দিয়ে আগাম ঘোষণায় করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের যাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন সেই ১০ জন ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো রকম বড় অভিযোগ আপনি পাবেন না। এ ক্ষেত্রে গণনা পর্বেও সাংবাদিকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে। গণনা বাইরে মনিটরের ডিসপ্লেতে পারিষ্কার দেখা যাবে। এ পরিস্থিতিতে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো আশঙ্কা আমি দেখি না।'

গতকাল মঙ্গলবার ডাকসু নির্বাচন শেষে সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য বলেন, 'স্মরণকালের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে এই ভোট উৎসব পালন করেছে। দু-তিনটি ছোট অভিযোগ ছাড়া কোনো মেজর অভিযোগ আসেনি। যে অভিযোগগুলো এসেছে প্রতিটির জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিচ্ছে। তারা এরই মধ্যে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, সেটি ঘোষণা করবে।'

তিনি বলেন, 'ডাকসু আমাদের ছাত্রদের প্রাণের দাবি। আমরা তাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এটি আয়োজন করছি। ডাকসু গণ-অভ্যুত্থানে মূল মূল্যবোধের স্মারক। আমরা ডাকসু নির্বাচন আয়োজন করার এই বিশাল চ্যালেঞ্জ নিয়েছি গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি সম্মান জানানোর একটি উপায় হিসেবে।'

তিনি আরো বলেন, 'আজকের যে আয়োজন এটি আমরা ১১ মাস ধরে সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে করতে পেরেছি। আমার সহকর্মীরা প্রতিটি প্রস্তুতি এক এক করে নিয়ে এই আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে। আমাদের শিক্ষার্থীদের যে ব্যাপক সাড়া আজ আমরা পেয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি প্রথমবার ঘটেছে।'

নির্বাচন ঘিরে কোনো নাশকতার তথ্য ছিল না জানিয়ে ঢাবির ভিসি বলেন, 'এ আয়োজনে সকাল থেকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল কিংবা অন্য কোনো ব্যাপক জনসমাগম আমাদের গেটের বাইরে হচ্ছে কিংবা বড় নাশকতার আশঙ্কা আছে—এ রকম কোনো তথ্য আমাদের জানা ছিল না। তার পরও আমরা পূর্ণ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নিরাপত্তাব্যবস্থাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে সাজিয়েছি। আটটি প্রবেশপথ, আমাদের প্রোক্টরিয়াল টিম, আমাদের শিক্ষক, পুলিশ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার মানুষজনসহ ওই জায়গাটুকু নিরাপত্তা দিচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থীরা নির্বিঘ্নে আসতে পারে এবং ভোট দিতে পারে।'

তিনি বলেন, 'বিকেল ৪টার দিকে আমরা শুনলাম যে আমাদের গেটের বাইরে কিছু লোকসমাগম হচ্ছে। এটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আলাদাভাবে ডিএমপি কমিশনার ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা নিরাপত্তা জোরদার করেন। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে আমরা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি যে এরা কারা, এদের উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি। সে অনুযায়ী আমরা প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছি এবং নিতে থাকব।'

তিনি আরো বলেন, 'ছাত্রদলের সভাপতির যে দুটি কনসার্ন ছিল, এর মধ্যে একটি কনসার্ন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রভাবিত কি না। এগুলো পারসেপশনের ব্যাপার। যার যার পারসেপশন অনুযায়ী তিনি সেটি বিবেচনা করবেন। তবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনো রকম সম্পৃক্ততা কোনো আমলেই আমার ছিল না। এ কথা আমি এর আগেও একবার দুইবার বলেছি। আবারও পরিষ্কারভাবে বললাম।'

ঢাবির ভিসি বলেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন গণ-অভ্যুত্থানের একটা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে একটি সেলভেস অপারেশনের জন্য দায়িত্ব নিয়েছিল। হলগুলো সম্পূর্ণরূপে ভাসমান ছিল, একাডেমিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, গবেষণা থেকে শুরু করে আমাদের পুরো কর্মকাণ্ড স্থবির ছিল। আমরা ধীরে ধীরে একটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছি।'

ইত্তেফাক

প্রথম বারের মতো ব্রেইল ব্যালটে ভোট দিলেন ৩০ অন্ধ শিক্ষার্থী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে প্রথম বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট দিতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ৩০ অন্ধ শিক্ষার্থী। জাতীয় নির্বাচনেও ব্রেইল পদ্ধতি চালু করা হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তারা। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সাতটি হল থেকে মোট ৩০ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর তালিকা পাওয়া যায়, যারা ব্রেইল পড়তে সক্ষম। তাদের জন্য বিশেষ ব্যালট বুকলেট প্রস্তুত করা হয়। ডাকসুর জন্য তৈরি ব্রেইল ব্যালট ছিল ৩০ পাতার, বুকলেট আকারে সাজানো। প্রতিটি ব্যালটে শুরুতে সূচিপত্র ছিল, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই নির্দিষ্ট পদ খুঁজে নিতে পারেন। হল সংসদের জন্য ব্রেইল ব্যালট ছিল চার পাতার।

ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর নু বাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট গ্রহণ একটি বড় পদক্ষেপ। যারা ব্রেইল পড়তে পারেন, তারা এই ব্যালট ব্যবহার করেন। আর যারা পারেন না, তারা আগের নিয়মে সহায়তা নিয়ে ভোট দিতে পারেন। পোলিং কর্মকর্তারাও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন। তিনি বলেন, 'এতদিন পর্যন্ত যেটা হতো, ওনারা (দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী) সহায়তাকারীকে নিয়ে যেতেন এবং ওনারা কানে কানে বলতেন। সেখানে স্বাধীনতা খর্ব হতো এবং গোপন রেখে ভোট দেওয়ার যে অধিকার, সেটা তারা পেতেন না। সে কারণে আমরা ব্রেইল ব্যালট চালু করেছি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা কখনো হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।'

গতকাল ডাকসু নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সূর্য সেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ফারুক হাওলাদার। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উদয়ন স্কুলকেন্দ্রে ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোট দেন ফারুক। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তার চমৎকার এক অভিজ্ঞতা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনেও ব্রেইল পদ্ধতি চালু করা হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি। ফারুক হাওলাদার দুই চোখে দেখতে পারেন না। তিনি বলেন, ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা' রক্ষা করতে পেরে গতকাল তিনি অনেক খুশি। কারণ, যে পদ্ধতিতে প্রথম শ্রেণি থেকে তিনি এ পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন, সেই ব্রেইল পদ্ধতিতেই নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পেরেছেন। এজন্য ডাকসু কর্তৃপক্ষ এবং এটা নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

জন্মগত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. তফসিরুল্লাহর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে 'প্রতিরোধ পর্ষদ' থেকে সদস্য পদে প্রার্থী হন তিনি। ডাকসু ভোটের প্রচারে নেমে অন্য প্রার্থীদের মতো ভোটারদের দ্বারে দ্বারে পেছেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করা শিক্ষার্থীরা; ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে অন্যজনের সাহায্য নিতে গিয়ে অনেক সময় বিড়ম্বনায় পড়ার কথা বলেন তারা। তফসিরুল্লাহ বলেন, 'আমি যেহেতু ভিজ্যুয়ালি ইম্পেয়ার্ডদের নিয়ে কাজ করি, সেক্ষেত্রে আমার কাজে বেগ পেতে হয়নি।'

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৬ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

10 September 2025

প্রথম আলো

ডাকসু নির্বাচনে ভোটের লাইনে ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গতকাল দুপুর সোয়া ১২টায় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

ডাকসুতে এগিয়ে ছাত্রশিবির

রাত ৩টা পর্যন্ত ফল

শিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস, এজিএস পদের প্রার্থীরা এগিয়ে। শান্তিপূর্ণ ভোটের পর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ও উত্তেজনা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ডাকসু ভবন

আবু সাদিক কায়েম
ভিপি

এস এম ফরহাদ
জিএস

মুহা. মহিউদ্দীন খান
এজিএস

ফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের, উমামা বললেন ‘বয়কট’

ডাকসু নির্বাচন

ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী বলেছেন, ‘পরিকল্পিত কারচুপির এই ফলাফল দুপুরের পরপরই অনুমান করেছি।’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অভিমত

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক, কিছু অসংগতি ছিল

সামিনা লুৎফা,
অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সামিনা লুৎফা

ডাকসুতে এগিয়ে ছাত্রশিবির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১০টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জাতীয় নির্বাচনের মডেল হবে ছাত্র সংসদ নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

শিবির-সমর্থিত প্রার্থীদের অভিযোগ

ভাগাভাগির নির্বাচন, অভিযোগ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের

রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন,
এটা ভুল-বোঝাবুঝি

ছাত্রদলের প্রার্থী নিয়ম মেনেই কেন্দ্রে ঢোকেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৬ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

10 September 2025

প্রথম আলো

ছবিতে ভোটের চিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র হাতে ভোট দেওয়ার জন্য দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষায় নারী শিক্ষার্থীরা। গতকাল সকালে টিএসসি ভোটকেন্দ্রে। ছবি : প্রথম আলো

কেন্দ্রে ঢোকার পর ভোট দেওয়ার জন্য বুথের বাইরে সারিবদ্ধভাবে অপেক্ষায় রয়েছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিনেট ভবন কেন্দ্রে। ছবি : প্রথম আলো

ভোট দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। বেলা ১১টায় ভূতত্ত্ব ভবন কেন্দ্রে। ছবি : প্রথম আলো

ভোটকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে কালিমাখা আঙুল দেখাচ্ছেন তিন শিক্ষার্থী। গতকাল দুপুর পৌনে ১২টায় সিনেট ভবন কেন্দ্রের বাইরে। ছবি : প্রথম আলো

ভোট গ্রহণ শুরুর আগে সিলগালা করা হচ্ছে ব্যালট বাক্স। গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে। ছবি : প্রথম আলো

ভোট গ্রহণ শেষে একদল শিক্ষার্থীর উল্লাস। গতকাল বিকেল সাড়ে চারটায় সিনেট ভবনের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

যুগান্তর

ডাকসু নির্বাচনে মঙ্গলবার কার্জন হল কেন্দ্রের বাইরে ভোট দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের সারি — যুগান্তর

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন : সকালে উৎসব বিকালে উত্তেজনা

ভিপি-জিএসে শিবির এগিয়ে

- ফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী আবিদ ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের উমামার
- ভোট পড়েছে ৭৮.৩৬ শতাংশে
- দুটি কেন্দ্রে আগে থেকে 'ক্রস' দেওয়া ব্যালট পাওয়ার অভিযোগ
- উত্তেজনা নিরসনে বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে উপদেষ্টাদের আলোচনা

দুই ভুয়া শিক্ষার্থী আটক

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ছিল কঠোর অবস্থানে

যুগান্তর প্রতিবেদন

ডাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা চলাকালে শিবির সমর্থিত প্যানেলের এগিয়ে থাকার খবরে নেতাকর্মীদের উল্লাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে — যুগান্তর

ভোটে কারচুপির অভিযোগ ছাত্রদল প্রার্থীদের

নির্বাচনে কারচুপির কোনো সুযোগ নেই : ভিসি

যুগান্তর প্রতিবেদন

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

যুগান্তর

ডাকসু নির্বাচনে মঙ্গলবার (১) কার্জন হল কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন জিএস প্রার্থী উমামা ফাতেমা (২) ক্যাম্পাসে ঢোকার সময় শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র যাচাই করছে কর্তৃপক্ষ (৩) ভোট দিয়ে টিএসসিতে আঙুলের কালির চিহ্ন দেখাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা (৪) ভোট গ্রহণের পর উত্তেজনা সৃষ্টি হলে রাতে শাহবাগ মোড়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের অবস্থান (৫) ফলাফল জানার অপেক্ষায় সিনেট ভবনে শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা (৬) ফলাফল ঘোষণার পর সংঘাতের শঙ্কায় রাতে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সতর্ক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

যুগান্তর

The Daily Star

Shibir leading in top two Ducsu posts

Counting going on till 2:45am report; turnout 78% in polls marked by festivities

STAFF CORRESPONDENT

Islami Chhatra Shibir-backed vice-president candidate Abu Shadik Kayem was leading the Ducsu polls in six out of 18 halls of Dhaka University.

The results announced by the presiding officers of respective halls showed that Shadik won a total of 5,676 votes while his nearest candidate Abidul Islam Khan, from the Jatiyatabadi Chhatra Dal-backed panel, got 1,509 as of filing this report at 2:45am today.

The total number of votes from Dr Muhammad Shahidullah, Amar Ekushey Hall, Fazlul Huq Hall, Kabi Sufia Kamal, Muktijoddha Ziaur Rahman Hall and Shamsunnahar hall is 15,324. Around 78 percent of 39,775 votes were cast.

Shadik Kayem (VP)

SM Farhad (GS)

Meanwhile, Shibir-backed general secretary candidate SM Farhad was leading in three halls, polling 2,019 votes. JCD-backed Tanvir Baree Hamim was second in line with 810 votes.

Both Shadik and Farhad contested the polls under "Oikyaboddho Shikkharthi Jote" panel. Shadik was immediate past president of Shibir's DU unit while Farhad currently holds the post.

Meanwhile, thousands of Dhaka University students and candidates waited anxiously for the announcement of the Ducsu election results until 2:30am today, over 10 hours since votes were cast in the much-anticipated polls.

SEE PAGE 2 COL 1

Smiling students show their cards as they wait in a queue to cast their vote at Dhaka University's TSC centre during Ducsu polls yesterday.

PHOTO: PRABIR DAS

Shibir leading in top two Ducsu posts

FROM PAGE 1

A tense situation prevailed on the campus with a large number of supporters of candidates from various panels gathering in and outside Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban from where the final results were set to be announced. The building's conference room was fully packed, with candidates and supporters chanting slogans.

Students and supporters of different candidates were also seen in front of all polling centres and major points, including TSC and Shahbagh. Many of them expressed frustration over the delay in announcing the result even 10 hours after the end of voting across eight centres.

"We have been hearing that the results would be announced soon, but there is no such thing coming. How long does it take to announce the results?" said Akramul, a student of Amar Ekushey Hall.

Around 1:45am, authorities in charge of different centres started announcing results. DU officials said the final result will be declared after the centre authorities finish their result announcements.

Explaining the delay, Prof SM Shamim Reza, returning officer at the Udayan School centre, told reporters around 11:00pm last night that voting was completed at 4:00pm and all ballot boxes had to be brought to a central location afterwards, which took another hour.

"Then the ballots had to be processed, sorted, and extracted -- this sorting is taking considerable time because the ballots were marked in various ways," he said, adding that the ballots for the hall union elections were being scanned first, and one set of Ducsu had also been scanned.

"Based on what our technical team is saying, it could go past midnight."

Yesterday's voting was mostly peaceful, except scattered allegations of irregularities. The atmosphere remained electric as groups of students rallied behind their preferred candidates, engaged in debates, and made last-minute decisions before stepping into the polling booths from early morning.

Ten correspondents and photographers of The Daily Star reported that students turned out in large numbers from 8:00am to 4:00pm across eight designated centres.

Alongside the central student union, votes were also cast for hall representatives. There were 471 candidates vying for 28 Ducsu posts and 1,035 for 234 posts in 18 hall unions.

Meanwhile, the DU administration last night announced that no classes or exams will be held today.

For 13 days, the campus buzzed with vibrant campaigning, colourful leaflets, and fiery debates as candidates vied for the Ducsu elections -- long seen as one of the country's most influential student bodies and a launchpad for national leadership.

FESTIVE ATMOSPHERE

From early morning, the campus teemed with students lining up, energised by the sense of taking part in a historic exercise that shaped generations before them. The number of female voters was notably high.

Many students arrived in groups, taking photos and selfies as lines stretched outside centres. Around the Social Science buildings and Senate Bhaban, others sang and celebrated.

However, supporters of various candidates were seen distributing campaign material at entry points, violating the electoral code, annoying many voters.

For many, especially first-time voters, the day was more than just about casting a vote -- it was a rite of passage into civic participation.

"I was too excited to sleep last night. This is my first time voting in a democratic environment," said Imdadul Haque, a Muktijoddha Ziaur Rahman Hall student, at the Udayan School centre.

A second-year student from Ruqayyah Hall said, "We want winners who'll stand up for the rights of general students and uphold academic interests, not pursue political agendas."

As the day progressed, voter numbers rose. Some braved the heat, waiting in line for nearly an hour.

VOTER TURNOUT

According to returning offices, the highest turnout was recorded at Surya Sen Hall, with 88 percent, followed by Sheikh Mujibur Rahman Hall at 87 percent and Kabi Jasimuddin Hall at 86 percent.

Bangladesh-Kuwait Maitree Hall witnessed 68.39 percent turnout and Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall saw 67.08 percent turnout, the lowest rate.

DU authorities could not immediately provide the voter turnout of the previous elections since independence, but former Ducsu candidates and student politics historians said turnout in yesterday's polls was significantly higher.

Mahmudur Rahman Manna, twice-elected VP in 1979 and 1980, said turnout in his time was about 60 percent. Professor MM Akash, a 1982 GS candidate, recalled participation above 50 percent.

Public health expert Mohammad Mushtuq Husain, elected GS in 1989, said turnout hovered around 60 percent in both 1989 and 1990.

The last Ducsu polls in March 2019, held after 28 years, saw 59.5 percent turnout.

Historian Mohammed Hannan described yesterday's turnout as highly encouraging, reflective of students' strong preference for democracy.

He noted the election timing -- a year after the student-led July uprising -- inspired many, especially women, to vote. He recalled turnout was also high in the first Ducsu election in 1972 after Liberation.

The Ducsu was formed in 1922, a year after the university was founded. Its mission was to promote cultural activities and foster cooperation among students across dormitories.

Over time, it became one of the most powerful and historically influential student bodies in the country, often termed as a launching pad for future national leaders.

The New Nation

DUCSU election restores faith in ballot

- *Polls conclude peacefully in free, fair manner; results awaited*
- *DUCSU, hall union polls witness records 78.34pc voter turnout*
- *DU suspends all classes and exams for today*

Staff Reporter

The much-anticipated Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) and hall union elections concluded at 4 pm yesterday in what observers and participants widely described as a peaceful, free and credible exercise.

For the first time in more than 16 years, students and the wider public are awaiting election results without the shadow of pre-fixed outcomes that had tainted the Hasina-era polls.

Often regarded as the "mini-parliament" of Dhaka University, the DUCSU election carries significance that extends far beyond the campus. With the national polls scheduled for February, the vote is seen as a crucial test of Bangladesh's ability to reclaim the ballot box after years of authoritarian rule, and a symbolic preview of the nation's political trajectory.

Turnout was robust across the eight polling centres, with an average voter participation of 78.33 percent, according to the university's Election Commission.

Curzon Hall registered the highest turnout at 87.34 percent, with 4,435 out of 5,077 students casting their ballots. The lowest turnout was reported at ULAB School, where only 63 percent of 4,096 registered students voted.

Chief Returning Officer Professor Dr Md Jasim Uddin told reporters that the day's voting had proceeded without major incident. "Students cast their votes spontaneously and the overall atmosphere was peaceful," he said. Voters still in line at the 4 pm deadline were allowed to cast their ballots.

This year's DUCSU election-the 38th since its inception-saw 39,874 registered voters.

Contd on page-2 Col-4

General students of Dhaka University stand in a long queue to cast votes spontaneously for their favourite candidates at DUCSU election on Tuesday. The photo was taken from Geology Department at Curzon Hall of DU. ■ Photo: Moin Ahmed

DUCSU election

Contd from page 1

including 18,959 from five female halls and 20,915 from 13 male halls. A total of 471 candidates contested 41 central posts and 234 hall posts. Among them, 45 vied for vice-president, 19 for general secretary, and 25 for assistant general secretary.

While the day passed largely without violence, allegations of irregularities surfaced. SM Forhad, general secretary candidate from the Shibir-backed United Students' Alliance, claimed his polling agent was forcibly removed from a centre to favor a Chhatra Dal agent. Khayrul Ahsan Marzan, a GS candidate backed by Islami Chhatra Andolan, alleged in a Facebook video that his agents were denied entry despite holding valid authorization.

Abdul Kader, vice-president candidate from the Students Against Discrimination panel, accused the administration of bias in a Facebook post, claiming the Election Commission and university authorities acted as "silent spectators."

Speaking at TSC, he further alleged that rival candidates directly solicited votes inside polling centres without consequence.

BNP-backed candidate Abidul Islam Khan, also contesting for the VP post, warned that students would resist any attempt at manipulation during the vote count. "If there is even the slightest effort to tamper with results or suppress the students' voice, we will resist it," he said at a press briefing at Madhur Canteen. The elections also carried political undertones. Abu Bakr Mojumdar, GS candidate from the anti-discrimination panel, criticized the presence of BNP standing committee member Mirza Abbas on the campus, arguing it sent the wrong signal to the public.

"He has no role in DUCSU elections and no right to be here," Mojumdar told reporters outside Curzon Hall.

In a significant gesture of neutrality, Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan addressed student leaders at the Senate Building, stating: "I want to be very clear. I am not aligned with any group or party. I wish to work with everyone-that is my path."

With ballots now cast, attention shifts to the counting process, which students and political observers alike will watch closely. For many, the integrity of the DUCSU polls is not only about student leadership but about whether Bangladesh can begin to restore trust in the electoral process after years of disillusionment.

Meanwhile, DU authority has suspended all clases and expams for today

HOME ADVISER

DUCSU can be model for national polls

Staff Reporter

Home Affairs Adviser Lieutenant General (Retd.) Md. Jahangir Alam Chowdhury has said that as voters are casting their votes spontaneously in the DUCSU election, this election can serve as a model for the national election.

He said this on Tuesday at a press conference following the 13th meeting of the Advisory Committee on Law and Order held in the conference room of the Ministry of Home Affairs at the Secretariat.

The Home Affairs Adviser said that a conducive environment is prevailing in the country. "We don't see any obstacles to the upcoming national election. After a long time, an electoral atmosphere has been created, and since the DUCSU election is being held in a festive and fair manner, it will have an impact on the national election as well."

He said that with the kind of security measures taken by the law enforcement agencies, the DUCSU election was successfully completed. Contd on page-2 Col-3

Home Adviser

Contd from page 1

He further said that law enforcement agencies are also being prepared for the national election. Their training programs are ongoing.

The Adviser stated that recently there have been more drug seizures in the country. Law enforcement agencies have been instructed to remain more vigilant to stop the entry of drugs into the country.

He said, "Drugs are the biggest enemy of our society. We must eradicate them; otherwise, our young generation will be harmed. Everyone must come forward in this regard and remain aware."

The Home Affairs Adviser also said that this time hilsa breeding has decreased somewhat, though it may increase in the future. To prevent the decline in hilsa breeding and to stop the catching of mother hilsa and jatka (hilsa fry), instructions have been given to law enforcement agencies.

The New Nation

DUCSU Vote shapes campus democracy. Bold voices of campus generation as the first-time voters in life cast votes in the DUCSU ballot box. ■ NN Photo

The Daily Observer

Female and male students wait in long queues outside Curzon Hall, one of 8 polling centres on the campus, to cast their votes in the DUCSU election on Tuesday. PHOTO: OBSERVER

Tension grips TSC as candidates protest 'manipulated' vote count

Staff Correspondent

Candidates from several panels, including those backed by the Bangladesh Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD), have accused Dhaka University authorities of manipulating the vote count in the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) election.

SEE PAGE 2 COL 5

DUCSU, hall elections held in festive mood, voter turn out 78.33pc

Hasib Murad *and* Nizmur Rahman Emon

The 38th Dhaka University Central Students Union (DUCSU) and hall elections ended in a festive atmosphere on Tuesday, but there were also allegations of irregularities in the election by independent candidates, including those from Chhatra Dal and Chhatra Shibir.

Voters said they were happy with the safe environment during the election.

The counting of votes was continuing till the writing of this report at 11 PM.

The Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) election recorded a voter turnout of 78.33 per cent, with Surya Sen Hall students showing the highest participation.

According to the official notification signed by DUCSU Chief Returning Officer Prof Dr Mohammad Jasim Uddin on Tuesday evening, 88 per cent of Surya Sen Hall voters exercised their franchise.

In addition to Surya Sen, students from 12 other halls also registered turnout above 80 per cent. Among the male student halls, voter participation was as follows: Dr Muhammad Shahidullah Hall - 80.24 per cent, Amar Ekushey Hall - 83.30 per cent, Fazlul Haque Muslim Hall - 81.43 per cent, Jagannath Hall - 82.44 per cent, Shaheed Sergeant Zahurul Haque Hall - 84.56 per cent, Salimullah Muslim Hall - 83 per cent, and Sir AF Rahman Hall - 82.50 per cent.

Other male halls recorded: Haji Mohammad Mohsin Hall - 83.37 per cent, Bijoy Ekattor Hall - 85.02 per cent, Surya Sen Hall - 88 per cent, Mukrijoddha Ziaur Rahman Hall - 75 per cent, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall - 87 per cent, and Kabi Jasim Uddin Hall - 86 per cent.

SEE PAGE 2 COL 4

Tension grips TSC

FROM PAGE 1

The allegations sparked tension at the Teacher-Student Centre (TSC) on Tuesday evening.

Around 6:30 pm, JCD-supported Vice-President candidate Abidul Islam and several other panel candidates arrived at TSC, demanding entry to observe the vote counting. University authorities, however, barred them from entering the counting centre.

In protest, the candidates staged a sit-in outside and chanted slogans including 'Vote thieves, vote thieves, Shibir vote thieves' and 'We reject this mockery of an election.'

The aggrieved candidates alleged that ballot boxes were not being shown on the LED screen set up at the TSC counting centre, prompting them to seek direct access. Independent Assistant General Secretary candidate Hasibul Islam said, "Shibir-backed candidates are allowed inside to oversee the counting, but we are being obstructed. For a long time, no ballot boxes have been visible on the TSC LED screen. The administration is hiding ballot boxes and tampering with votes to ensure Shibir's victory."

After half an hour of protest, around 7 pm, the authorities opened the gates to allow candidates inside. The protesting candidates, however, refused and walked away, claiming the invitation was an attempt to cover up irregularities.

Following the confrontation, the LED screen at TSC was switched off.

DUCSU, hall

FROM PAGE 1

Voter turnout was comparatively lower in female student halls. Begum Rokeya Hall recorded 65.50 per cent, Bangladesh-Kuwait Maitree Hall - 60.39 per cent, Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall - 67.09 per cent, Kabi Sufia Kamal Hall - 64 per cent, and Shamsun Nahar Hall - 63.67 per cent.

These figures indicate robust participation among male students, particularly in Surya Sen Hall, while female halls registered a comparatively lower turnout in this year's DUCSU election.

বণিক বার্তা

ডাকসু নির্বাচনে সকালে ভোট দেয়ার পর উচ্ছ্বসিত ভোটাররা ছবি: সালাহউদ্দীন রাজু

ডাকসু নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৮.৩৩%

এগিয়ে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থীরা

হার-জিতের কিছু নেই। আমরা সবাই জুলাইয়ের সহযোদ্ধা ছিলাম। জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা আমাদের যাকেই বেছে নেবে, তাকেই মেনে নেব। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ওপর যদি আমরা জোরপূর্বক কিছু চাপিয়ে দিতে চাই, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। আশা করছি, যারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করছেন, তারা চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে আসবেন

—আবু সাদিক কায়েম
ভিপি প্রার্থী, ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল

আমরা বারবার প্রমাণ পেয়েছি যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনে একাধিক অনিয়ম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। রোকেয়া হল এবং অমর একুশে হলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন যে তাদের দেয়া ব্যালটে আগে থেকেই নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোটচিহ্ন দেয়া ছিল। প্রধান রিটার্নিং অফিসারের অনুমতিতে তদন্তে গিয়ে আমরা নিজেরাই এ ধরনের ব্যালট দেখতে পেয়েছি। আমাদের এজেন্ট এবং প্রার্থীদের বারবার হয়রানি করা হয়েছে

—আবিদুল ইসলাম খান
ভিপি প্রার্থী, ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর ভিন্ন এক পরিবেশে গতকাল অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। রাত পৌনে ২টা নাগাদ এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সামগ্রিক ফল পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে তখনো বিভিন্ন কেন্দ্রের ফল ঘোষণা চলছিল। এতে দেখা যায়, অধিকাংশ পদে এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থীরা। সহসভাপতি (ভিপি) পদে ছাত্রশিবিরের নেতা আবু সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে এসএম ফরহাদ এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মহিউদ্দিন খান তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন।

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। গতকাল রাত ২টার দিকে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেয়া এক পোস্টে তিনি লিখেন, "পরিকল্পিত কারচুপির এই ফলাফল দুপুরের পরপরই অনুমান করেছি। নিজেদের মতো করে সংখ্যা বসিয়ে নিন। এই পরিকল্পিত প্রহসন প্রত্যাখ্যান করলাম।" আবিদুলের এ পোস্টের আগেই অন্তত পাঁচটি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি কেন্দ্রে গতকাল সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। দিনভর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা একে অন্যের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুললেও কোথাও বড় ধরনের অনিয়মের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এবারের ডাকসু নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। তবে ছাত্রী ভোটারদের উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে, প্রতি বছর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে ৩৮ বার। এর মধ্যে ২৯ বারই হয়েছে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

এগিয়ে ছাত্রশিবির সমর্থিত

১ম পৃষ্ঠার পর

৫০ বছরে। স্বাধীন দেশে ৫৫ বছরে নবমবারের মতো গতকাল ভোট দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের আটটি কেন্দ্রের ৮১০টি বুথে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রতিনিধি নির্বাচনে ছয় পৃষ্ঠার ওএমআর শিটের ব্যালট পেপারে রায় দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

এদিকে আটটি ভোট কেন্দ্রে সব নিয়ম একইভাবে না মানার অভিযোগ উঠেছে। কোন নিয়মের কী অর্থ, তা একেক কেন্দ্রে একেকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও বিধি অনুযায়ী প্রার্থীরা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন, বাস্তবে অনেক কেন্দ্রে তাদের ঢুকতে দেয়া হয়নি। একইভাবে ভোটাররা স্লিপ বা চিরকুট নিয়ে কেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন কিনা—এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় নানা ধরনের জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ছিল না পর্যাপ্ত জনবল। ফলে কেন্দ্রে বিশাল ভিড় সামলাতে বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়। উপরন্তু ভোট গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবও নানা সমস্যার কারণ হয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

ভোট পড়েছে ৭৮.৩৩ শতাংশ

নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক শামীম রেজা জানান, নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছে ৭৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়েছেন সূর্যসেন হলের শিক্ষার্থীরা। এ হলের ৮৮ শতাংশ শিক্ষার্থীই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। জিয়াউর রহমান হল ব্যতীত ছেলেদের হলগুলোয় ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়লেও মেয়েদের হলগুলোয় এ হার ৭০ শতাংশের নিচে।

কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কার্জন হলে ভোট দিয়েছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা। হলগুলোর মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের ৮০ দশমিক ২৪ শতাংশ, অমর একুশে হলের ৮৩ দশমিক ৩০ শতাংশ, ফজলুল হক মুসলিম হলের ৮১ দশমিক ৪৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন বিজয় একাত্তর হল, স্যার এএফ রহমান হল ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে বিজয় একাত্তর হলের ৮৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ, স্যার এএফ রহমান হলের ৮২ দশমিক ৫০ শতাংশ ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ৮৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ভোট দেন।

উদয়ন স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন মাস্টারদা সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীমউদ্দীন হলের শিক্ষার্থীরা। হলগুলোর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের ৭৫ শতাংশ, শেখ মুজিবুর রহমান হলের ৮৭ শতাংশ, কবি জসীমউদ্দীন হলের ৮৬ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। তাদের মধ্যে জগন্নাথ হলে ৮২ দশমিক ৪৪ শতাংশ, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৮৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৮৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন।

এদিকে মেয়েদের পাঁচটি হলের সবগুলোয়ই ভোটের হার ছিল ৭০ শতাংশের নিচে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট দিয়েছেন রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। এ হলের শিক্ষার্থীদের ৬৫ দশমিক ৫০ শতাংশ ভোট দেন। ইউল্যাব স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন শামসুন নাহার হলের ৬৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ শিক্ষার্থী। কবি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন ভূতত্ত্ব বিভাগ কেন্দ্রে। এ হলের ৬৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ভোট দেন। বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ভোট দেন। এ কেন্দ্রে যথাক্রমে ৬৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ ও ৬৭ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এদিকে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের দুই প্রার্থীর ব্যালটে আগে থেকে 'ক্রস' দিয়ে রাখার অভিযোগে প্রশাসনের বিরুদ্ধে টিএসসিতে বিক্ষোভ হয়। ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথগুলোয় লোকজনের জমায়েত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে নির্বাচনী বিধিনিষেধের কারণে বহিরাগত কাউকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়নি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেছে ছাত্রদল। গতকাল বিকালে সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছিরউদ্দিনের নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল উপাচার্যের কাছে গিয়ে এ অভিযোগ করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তিনটি অভিযোগ তোলা হয়। এগুলো হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি প্রবেশপথে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি, প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরা জামায়াতসংশ্লিষ্ট এবং নির্বাচনে কারচুপি।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানও স্বীকার করেন বিকাল ৪টার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে জনসমাগমের তথ্য পেয়েছেন। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'তখন থেকেই আমরা পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছি।'

প্রশাসনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার অভিযোগ নিয়ে উপাচার্য বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনো সম্পৃক্ত ছিলাম না। রাজনৈতিক দলের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেকোনো মতামত আমি সাদরে গ্রহণ করব।'

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ বলেন, 'সারা দিন গণমাধ্যমের সদস্যরা ছিলেন। তারা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন। পরিস্থিতি দেখেছেন। কোথাও অনিয়মের অভিযোগ উঠলে আমরা দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। সুতরাং নির্বাচনে কারচুপির কোনো সুযোগ নেই।'

নির্বাচনে ছোটখাটো অব্যবস্থাপনা ছিল। কিন্তু বড় ধরনের কোনো অসংগতি পাওয়া যায়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ের সামনে গতকাল রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন সংগঠনের পক্ষে এ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন বলেন, 'নির্বাচনটার বিষয়ে সব মিলিয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে অভূতপূর্ব একটি নির্বাচন হয়েছে এই অর্থে যে দীর্ঘদিন আমরা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখিনি। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের যেটা মনে হয়েছে, আমরা ছোটখাটো যে অসংগতি বা ব্যবস্থাপনার ভুলগুলো দেখেছি, এর বাদে আমরা মনে করিনি যে বড় কোনো ধরনের অসংগতি ছিল। নির্বাচন গ্রহণযোগ্য না, এটা আমাদের কখনো মনে হয়নি।'

আগামী বছর আবার নির্বাচনের প্রত্যাশা রেখে গীতি আরা নাসরিন বলেন, 'এখন আমরা আশা করছি যে আগামী এক বছরের মধ্যে আবার ইলেকশন হবে। নির্বাচনকে ঘিরে ছুটির ক্ষেত্রে নির্দেশনাগুলো যেন আমরা আরো আগে থেকে নিতে পারি। তাতে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আরো বাড়বে এবং নির্বাচন সত্যিকার অর্থে স্বচ্ছ হবে। এর মধ্য দিয়ে সত্যিকার অর্থে আমরা এমন একটি ডাকসু তৈরি করতে পারব, যা শিক্ষার্থীদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি ডাকসুর যা দায়িত্ব সেটা পালন করতে পারবে।'

অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, 'নির্বাচনে অব্যবস্থাপনা রয়ে গেছে। প্রচুর তথ্যের গ্যাপ রয়ে গেছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে একটা সিদ্ধান্ত পাইনি। যার কারণে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ তৈরি হয়েছে। সব প্যানেল, প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট যথেষ্ট পরিমাণ নিয়োগ দেয়া হয়নি। যারা পাস (পর্যবেক্ষণ) পেয়েছেন সেগুলোও সব পক্ষের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছায়নি। নির্দেশনা অনুযায়ী ভোটারদের যেভাবে সহায়তা করার কথা সেটির ঘাটতি দেখতে পেয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে হয়তোবা বাধাও দেয়া হয়েছে।'

'ক্রস' দেয়া ব্যালটের বিষয়ে অধ্যাপক সামিনা লুৎফা বলেন, 'দুটি হলের কেন্দ্রে টিক দেয়া ব্যালট পাওয়া গেছে। আমাদের পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে ভোট কেন্দ্রগুলোয় যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তারা সবাই সমভাবে দায়িত্ব পালন করেননি। পোলিং অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ ছিল। এ অস্বচ্ছতা ভোট গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছি।'

দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণে ধীরগতি ছিল উল্লেখ করে সামিনা লুৎফা বলেন, 'জগন্নাথ হল ও টিএসসির ভোট কেন্দ্রে বারবার ধীরগতি করা হয়েছে। টিএসসি কেন্দ্রে একজন সহকারী প্রক্টরের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার পর ভোট গ্রহণ কমে গেছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা এ কেন্দ্রে ভোট কমে যাওয়ার কারণ বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে।'

ভোটকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনের ভোট গণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কেন্দ্রগুলোর সামনে লাগানো হয় এলইডি স্ক্রিন। এতে দেখানো হয় ভোট গণনা। বিকাল পৌনে ৫টার দিকে কেন্দ্রগুলোর বাইরে থাকা এলইডি স্ক্রিন একে একে চালু করা হয়।

ডাকসুতে এবার মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৩টি ছাত্র হলে ২০ হাজার ৯১৫ জন ভোটার। এবারের নির্বাচনে ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়া প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪। এসব পদে ভোটে লড়েন ১ হাজার ৩৫ জন।

বণিক বার্তা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ৩৮তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে একটানা ভোট গ্রহণ হয়। নির্বাচন ঘিরে পুরো ক্যাম্পাসে নেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বিজিবি সদস্যরাও ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথে অবস্থান নেন। এবার ডাকসুতে মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে ৭৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭১ জন প্রার্থী। ১৮টি হলে মোট ২৩৪টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী

ছবি: সালাহউদ্দীন রাজু, আহমেদুজ্জামান তপু

খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচনে গতকাল টিএসসি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন মাসুদ মিলন

ডাকসু নির্বাচনে গতকাল উদয়ন স্কুলে ভোট দেন ছাত্রদলসমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান খবরের কাগজ

কার্জন হল কেন্দ্রে ভোট দেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা খবরের কাগজ

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভোট দেন প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণের সময়ে গতকাল পলাশী মোড়ে বিজিবির নিরাপত্তা প্রহরা খবরের কাগজ

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে গতকাল শাহবাগ এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও উৎসুক জনতার ভিড় খবরের কাগজ